তারিখ 24 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
আমাদের সময়

আস্থাসংকটে বিদেশমুখী উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা

এম এইচ রবিন ●

আত্মমর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে টিকে থাকার পূর্বশর্ত হলো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। এই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং গবেষণাহীন পাঠদানের কারণে আস্থাহীনতায় দেশের উচ্চশিক্ষা। এ কারণে বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না দেশি উচ্চশিক্ষা। ফলে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিদেশমুখী প্রবণতা বাড়ছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিমেলায় ভর্তিচ্ছুদের সরব উপস্থিতি এবং তাদের প্রতিক্রিয়ায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চাকরির অনিশ্চয়তা ও গবেষণাহীন পাঠদান

অভিভাবকদের অভিযোগ, দেশের কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব, অনেকের স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই, নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা ও একাডেমিক বডির বৈঠক হয় না এবং অবকাঠামো সমস্যা প্রকট। শিক্ষার্থীরাও জানান অস্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া, পরীক্ষা পদ্ধতিতে অসংগতি, প্রশ্নবিদ্ধ উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি, ক্রেডিট ট্রান্সফারে বিড়ম্বনা, গবেষণা কম বা একেবারে নেই এবং যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত কারিকুলামের অভাবের কথা।

শিক্ষাবিদদের মতে, অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত দেশের উচ্চশিক্ষা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনীতি চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় মানসম্পন্ন বিদ্যাপীঠে পরিণত হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্থান হচ্ছে না দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়টিরও। এমন নানা প্রতিবন্ধকতায় অগ্রগতি থমকে আছে দেশের উচ্চশিক্ষার।

প্রতিবছর এইচএসসি পরীক্ষার ফলের পর দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিতে দেশীয় কিছু প্রতিষ্ঠান ইউকে শিক্ষামেলা, অস্ট্রেলিয়া শিক্ষামেলার আয়োজন করে। এসব মেলায় লোভনীয় অফার থাকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালগুলোর।

গতকাল রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে ডেইলি স্টার সেন্টারে তিনদিনের 'মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষা মেলা ২০১৬'-এর শেষ দিনও দেখা যায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি। মেলা আয়োজকদের তথ্যানুযায়ী, তিনদিনে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধিত হয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য। শিক্ষার্থী আহসান উল্লাহ্ আমাদের সময়কে জানান,

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

আস্থাসংকটে বিদেশমুখী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একেকটি একেক রকম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর মধ্যে ক্রেডিট ট্রান্সফারে বিড়ম্বনা রয়েছে। গবেষণা কম বা একেবারে নেই।

এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বেগম রোকসানা চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন রাজনীতি চর্চাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে সন্তানদের ভালো লেখাপড়া দূরের কথা, জীবনের নিরাপত্তাও নেই। মাঝে-মাঝে শুনি, অমুক মেধাবী শিক্ষার্থীর লাশ পাওয়া গেছে, পাওয়া যায় নিখোঁজের খবরও। এসব কারণেই উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়। চাকরির নিশ্চয়তা নেই দেশে। লেখাপড়ার পাশাপাশি চাকরির সুযোগ দেয় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, উচ্চশিক্ষা উন্মুক্ত। যার যেখানে সামর্থ্য সেখানে যাবে। তবে দেশি প্রতিষ্ঠানের আস্থা অর্জন করতে হবে। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে কোনো বরাদ্দ নেই বা গবেষণা করেনি, যাদের কোনো প্রকাশনা নেই সেগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মানা যায় না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় মানে হচ্ছে জ্ঞান সৃষ্টি করা। সেখানে গবেষণা না করে জ্ঞান সৃষ্টি অসম্ভব। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যথেষ্ট টাকা থাকার পরও গবেষণায় ব্যয় না করা দুঃখজনক। তিনি বলেন, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত এবং বিরাজমান অরাজকতা দূরীকরণে আইনের বাস্তবায়ন জরুরি।

গবেষণাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় তাতে অবশ্যই গবেষণা থাকতে হয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান বিতরণ করে না, জ্ঞান সৃষ্টি হয় এখান থেকে। স্কুল, কলেজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্যটা এখানে– কলেজে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয় নয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা আবশ্যিক। উচ্চশিক্ষা মানের সঙ্গে গবেষণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশমুখী প্রবণতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিদেশে যারা লেখাপড়া করতে যান, এরা অনেকেই আর দেশে ফেরেন না। কর্মজীবন শুরু হয়ে গেলে তারা ওইসব দেশেই স্থায়ী বসবাস করেন। এভাবে অনেক মেধা হারিয়ে যায় দেশ থেকে। এ জন্য আমাদের দেশের চাকরির সঙ্গে শিক্ষার ফারাক কমিয়ে আনতে হবে। বিদেশে লেখাপড়া করে আসার পর দেশে ভালো উদ্যোক্তা হওয়ার কিংবা চাকরির সুযোগ থাকলে বিদেশমুখী প্রবণতা হ্রাস পাবে।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, দেশে বেসরকারি খাতে উচ্চশিক্ষার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু ১৯৯২ সালে। দীর্ঘ এক যুগেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা হয়নি সুশাসন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্থান হচ্ছে না দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়টির। ফলে নানা প্রতিবন্ধকতায় অগ্রগতি থমকে আছে দেশের উচ্চশিক্ষার।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বেসরকারি উচ্চশিক্ষায় বিকাশমান ধারার কারণে শিক্ষার্থীদের বিদেশে যাওয়ার হার কমে এসেছে। ইউজিসির এক হিসাবে দেখা যায়, এক বছরে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, আবাসন খরচসহ অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব ধরে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়। এটিও আমাদের উচ্চশিক্ষার একটি দিক। আবার অনেকে বিদেশে যাচ্ছে, সেটিও একটি দিক। তবে যারা যাচ্ছে তাদের বলব, উচ্চশিক্ষার জ্ঞান অর্জনের পর দেশে ফিরে জাতীয় উন্নয়নে তাদের মেধা কাজে লাগাতে। দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৬টিতে উন্নীত হয়েছে। ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে দেশে। এর পরও উচ্চশিক্ষার্থে লাখ-লাখ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে বিদেশে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৪ সালে মোট ২৪ হাজার ১১২ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমান। এর মধ্যে ৫ হাজার ২৭১ জন যান মালয়েশিয়ায়। যুক্তরাজ্যে ৪ হাজার ৮৬৮ জন। যুক্তরাষ্ট্রে ৪ হাজার ৫৬৫ জন। অস্ট্রেলিয়ায় ৩ হাজার ৯১৫ জন। কানাডায় ১ হাজার ৬১৪ জন। জাপানে ১ হাজার ৫৪ জন। জার্মানিতে ৯৯৩ জন। ভারতে ৭৭৪ জন। সৌদি আরবে ৭৩২ ও ফিনল্যান্ডে ৫৩৫ জন। এর বিপরীতে বাংলাদেশে বিদেশি শিক্ষার্থী এসেছে শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মাত্র ১ হাজার ৬৪৩ জন।